কপিরাইট বিলোপের পরে রবীন্দ্রনাথ : একটি সমীক্ষা

সত্যব্রত ঘোষাল

ঐতিহাসিকভাবে বই প্রকাশনায় লেখক স্বত্ব লেখকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে রচনা করা হয়নি। প্রকাশনার বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রকাশনার অনুমতি দিয়ে রাজস্ব আদায়ই ছিল শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী অবধি চালু ছিল।

১৭১০ সালেই প্রথম ব্রিটেনের প্রকাশনার আইনে প্রকাশক বই ছাপলে লেখককে স্বত্ব হিসেবে আর্থিক সুবিধা এবং বইয়ের অধিকারের দাবি স্বীকৃতি পায়। যদিও এই ব্যবস্থার সময়কাল ছিল প্রকাশনার পরে ২৮ বছর। এই সময়ের পরে প্রকাশনার সুবিধা পেতেন সকলেই— লেখক প্রকাশকের থেকে আর্থিক সুবিধা পেতেন না। অর্থাৎ লেখকের স্বত্ব বিলোপ হত। লেখকের এই অধিকার ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করেছিল।

প্রকাশনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন লেখকের স্বত্বের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৫২ সালে ফরাসী সরকারই প্রথম এই সময়সীমা বাড়ানোর কৃতিত্বের দাবিদার। এরই সূত্র ধরে ১৯৮৬ সালে সুইজারল্যান্ডের বার্নে ১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা লেখকের স্বত্ব ও প্রকাশনা সংক্রান্ত বিধি নিয়ে চুক্তিপত্র প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই নিয়মের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে। ১৯৭৮ সালের আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন লেখকের মৃত্যুর পরে ৫০ বছরের স্বত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অবশ্য সময় হিসেবে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত লেখকের অধিকার। বইয়ের ক্ষেত্রে স্বত্ব চিহ্ন C এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্ষেত্রে চিহ্ন উল্লেখের সিদ্ধান্তও এই আইনে গৃহীত হয়। এরই সূত্র ধরে আমাদের বাঙলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রকাশক বইয়ের আখ্যাপত্রের পেছনে কপিরাইটের বদলে ক চিহ্ন উল্লেখ করে থাকেন।

এই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতেই ১৯৯১-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনায় স্বত্বাধিকারের সময়সীমা ছিল। বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় নির্ধারিত দিনের আগে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১ ভারত সরকার বিশ্বভারতীর অধিকরকে আরো দশ বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছিল। বিশ্বভারতীর যে কোনও প্রকাশকই রবীন্দ্ররচনার মুদ্রণের অধিকার পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'কবিকাহিনী' ১৮৭৮ সালে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বই 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের দাদা সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন। পরের বই 'কাব্য গ্রন্থাবলী' ১৮৯৬ সালে ভাগনে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। এরপরে ১৯০৮ পর্যন্ত মজুমদার লাইব্রেরীর শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'কাব্যগ্রন্থ' ১৯০৩ -০৪ এবং 'গদ্যগ্রন্থাবলী' ১৯০৭-০৯ প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশনা ১৯২৩ সলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস/ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস রবীন্দ্ররচনা প্রকাশ করেছিলেন। ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ-এর ভূমিকা এই প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২২ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দেন— ১৯২৩ সালের ২৬ জুলাই প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে 'মহতাশ্রম' বাড়িটি কিনে নিয়ে গ্রন্থন বিভাগের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রকাশনা বিভাগের যোগসূত্র রাখার জন্য জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের একাংশে সম্পাদকীয় দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। কারণ বিশভারতীর মতো বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথই। বানানশৈলী থেকে ছাপার মান পর্যন্ত সবকিছুই কিশোরীমোহন সাঁতরা থেকে পুলিনবিহারী সেন পর্যন্ত যোগ্য সহকারীদের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন। প্রকাশনার গ্রহণযোগ্য পরিবেশনার জন্যই গ্রন্থনবিভাগ আজও সমাদৃত।

রবীন্দ্রনাথের রচনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ২০০১ পর্যন্ত ১৭৯টি বাঙলা ও ৮৭টি ইংরাজী আখ্যা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করেছেন। ২০০২ সালে বাংলাদেশ বাদে পশ্চিমবঙ্গের ৫৯টি প্রকাশন সংস্থা রবীন্দ্ররচনা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এদের প্রকাশনায় ১ থেকে ৪০ টি আখ্যা সংস্থার তরফে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। রচনাবলী ১৯৭২/৭৩ সালে ঝিনুক প্রকাশনী বাংলাদেশ থেকে পাইরেট এডিশন প্রকাশ করতে থাকেন। পাকিস্তান আমলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অথ্যাপক অজিতকুমার গুহ'র সম্পাদনায় প্রথম 'রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি' অক্টোবর ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। কারণ এই সময়ে ভারতীয় বই বলে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের বই পাওয়া যেত না। ১৯৬১ সালে শতবার্ষিকীর পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্ররচনা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন - পাঠন ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ পেয়েছিল। যদিও বিপরীতধর্মী দুটি অভিমত উপস্থাপিত হয়েছিল:

> মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেছে। তাই এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালনে উৎসাহিত বোধ করেছেন।
>
> পাকিস্থান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিই

এই আদর্শের মূল। অতএব তিনি পাকিস্তানী মুসলমানদের কাছে অপাংক্তেয়। তিনি বড় লেখক হতে পারেন— কিন্তু আমাদের কবি নন। বরং তাঁর জীবনদর্শ পাকিস্তানী আদর্শের বিরোধী। সুতরাং তিনি একান্তভাবেই পরিত্যজ্য।

দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই পূর্ববঙ্গ ছিল আধা উপনিবেশিক একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল। মধ্যবিত্ত মানুষের এই সংকট কাটানোর জন্যে জাতিসত্তার সক্ষমতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই শুরু হয় রবীন্দ্রচর্চা। আর এরই সূত্র ধরে প্রকাশনার সাথে যুক্ত মানুষজন 'রবীন্দ্র - গ্রন্থ' প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে 'পাইরেট এডিশন' প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে অজিতকুমার গুহ'র মতো প্রবীণ অধ্যাপকের প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। কারণ এই ধরনের দেশকাল সচেতন মানুষজনই প্রকাশদের দ্বারা নিগৃহীত হন। আবার একথাও সত্য যে 'রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাঁরা নিশ্চিন্ত শান্তিতে অধিষ্ঠিত থেকে কর্তার ইচ্ছায় সকল প্রকার কর্ম করে চলেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ একাত্তর সালে নতুন রাষ্ট্রের ভাব বুঝে হঠাৎ রবীন্দ্র স্মৃতিচারণায় তৎপর হয়ে ভক্তিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন।'

রবীন্দ্ররচনার প্রকাশনার অধিকার সর্বজনীন হওয়ার পরে রবীন্দ্ররচনাকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ২০০২ সালে প্রথম ৩৭টি প্রকাশনা সংস্থা এই কাজে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে ১৯টি সংস্থা ১টি আখ্যা প্রকাশ করে। ২০১০ -এ এই ধরনের প্রকাশক অর্থাৎ ১টি আখ্যাই প্রকাশ করেছেন— এদের সংখ্যা ২৪। সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করেছেন ৪টি সংস্থা। বাংলাদেশের কোনও প্রকাশক সম্পূর্ণ রচনালীর প্রকাশে সাম্প্রতিককালে উদ্যোগী হয়নি। প্রকাশনার গতি প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ধারণা প্রত্যক্ষ করা যায় :

বহুল প্রচলিত আখ্যা যেমন গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, গল্পগুচ্ছ প্রকাশনার জন্যই প্রকাশকরা আগ্রহী থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ গীতাঞ্জলি ১৯টি প্রকাশক, সঞ্চয়িতা ১৪টি প্রকাশক, গল্পগুচ্ছ ১৪টি প্রকাশক এবং গীতবিতান ১০টি প্রকাশক প্রকাশ করেছেন।

প্রকাশনার পরিবেশনা দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় বর্তমানে প্রকাশনার প্রযুক্তিগত উন্নতির সুযোগে আখ্যার আখ্যাপত্রের শুধুমাত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্ণসংস্থাপন ব্যবসায়ীরা বহু প্রকাশককে দিয়ে একই বই প্রকাশ করেছেন কারণ বর্ণের ছাঁদ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন আছে।

রচনা প্রকাশের সময় সম্পাদকের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক, কারণ পাঠান্তর সমেত মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়। ইংরাজীতে শেক্সপীয়র রচনাবলী প্রকাশকের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকাশনা আছে। এছাড়া কোন পাঠ অনুসরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে তার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

রচনা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গীতাঞ্জলির একাদিক্রমে ৬টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই পুলিনবিহারী সেন কিছু আদর্শ পাঠ প্রকাশ করেছিলেন। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাঠই গ্রহণ করা বিবেচ্য।

অপরদিকে বিশভারতী রচনাবলী বাদে রবীন্দ্রনাথের ১৭৯টি আখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করছে। ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ORIENT BLACK SWANও বিশ্বভারতীর যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজী প্রকাশনার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বভারতী বাদে অন্য প্রকাশন সংস্থা রচনা প্রকাশে উদ্যোগী হলেও 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের দিকে পাঠকের আগ্রহ বেশি তা অস্বীকার করা যায় না।' আর্থিক হিসাবে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র গ্রন্থ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টাকা। বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক কিছু প্রকাশনার ক্ষেত্রে গ্রন্থন বিভাগ সমালোচিত হচ্ছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ - বিশ্বভারতীর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার জন্য পাঠক - প্রকাশকদের সচেতনতা একান্ত কাম্য।

ঋণ স্বীকার

স্বপন কুমার ঘো : প্রকাশনা ও রবীন্দ্রনাথ — শিক্ষাদর্পন, ১১.৪.২০০৯।
শিবানী রায় : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের ইতিকথা — শিক্ষাদর্পণ, ১১.১.২০০৮।
আহমদ রফিক : বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চার একটি অধ্যায় — মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।
সনজীদা খাতুন : বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা— নক্ষত্র, শারদ সংখ্যা, ১৪১৭।